RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - II , C-4; Group - B.
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Theory Of Tala

1. Tagore's views on Tala and Chanda.

কবি বলেছেন -'' কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালেরও সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তালও সেই নিয়মে গানে চলবে।'' কবির মতে - ''তালও ভাব প্রকাশের একটি অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক - সর্বত্রই যে তাল সমান রাখতে হবে তা নয়। ভাব প্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করলেই ভাল হয়।''

রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই নতুন কিছু সৃষ্টির তন্ময়তায় ব্যস্ত থাকতেন। এই কথাটি যেমন তাঁর সুরের দিকে সত্য, তেমনি সত্য তালের দিক থেকেও। এই কারণে তিনি তাঁর গানে একদিকে যেমন ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তেমনি তাল প্রয়োগেও অভিনবত্ব ও বৈচিত্র ঘটিয়েছেন।

শৈশবে যখন তিনি গান লেখা শুরু করেন তখন তাঁর গানে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের তালই পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে নিজস্ব ঢং ও রীতি প্রয়োগের সাথে সাথেই তালের জগতে তিনি বৈচিত্র এনেছেন। হিন্দুস্থানি তাল পদ্ধতিকে তিনি অনেকাংশে স্বীকার করেননি, যেমন ত্রিতালের প্রথম মাত্রায় সম ও নবম মাত্রায় ফাঁক দিতেই হবে এ রীতি তিনি অস্বীকার

করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে কিছু তাল ও ছন্দ-বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলার বাউল গানের সহজ তাল ও দক্ষিণ ভারতীয় নানা প্রকার তাল রীতিকে নিজের গানে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তালকে বাঁধাধরা গন্ডী থেকে রেহাই দেবার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতে তাল ও লয় ব্যবহারের যে রকমফের পাওয়া যায় তাকে শ্রেণি হিসেবে ভাগ করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ - ১) কবিতার ছন্দ রক্ষা করেছেন, ২) গানের ভাবের সঙ্গে ছন্দ বা তালের পরিবর্তন করেছেন, ৩) অন্যান্য প্রাদেশিক সঙ্গীত থেকে তালের আমদানি করেছেন, ৪) একই গানে দুই বা ততোধিক তালের ব্যবহার করেছেন, ৫) নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন, ৬) অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে গান লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য বিভিন্ন ছন্দবৈচিত্রের মাধ্যমে রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির মা যেখানে প্রকৃতির অন্যমনস্কতার কারণ জানতে চেয়েছেন সেখানে আছে প্রকৃতির উত্তর - 'এ নতুন জন্ম' গানটি। গানটির প্রথম লাইনে আছে উচ্ছলতা ও আনন্দের সুর যা দাদরা তালে নিবদ্ধ। তারপরেই প্রকৃতির বর্ণনাত্মক উক্তি - 'সেদিন বাজল দুপুরের ঘন্টা' গানটি। এখানে লয় প্রয়োগ হয়েছে অপেক্ষাকৃত ধীর আর তাল প্রয়োগ হয়েছে কাহারবা। আবার 'সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধভিক্ষু .....বললেন জল দাও' এই গীত অংশটি অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে গাওয়া হয়। এইভাবে একটি গানের ভেতরের ভাব অনুসারে নানা প্রকার ছন্দ ও তালের ব্যবহার একটি নতুনত্বের সৃষ্টি করে।

কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতি থেকে তিনি নতুন ছন্দ ও তাল গ্রহণ করেছেন। যেমন দক্ষিণের 'সরতাল' অনুসরণে ৮ মাত্রার 'রূপকড়া' তাল সৃষ্টি করেন। ৯ মাত্রার 'দুষ্কর তাল' (৫+২+২ ছন্দ) বা 'ফুল তাল' (৭+২ ছন্দ) - এর প্রভাবে শুধু ছন্দ বিভাগ পরিবর্তন করে তিনি ৯ মাত্রার বহু গান রচনা করেছেন। এ ছাড়াও ১১ মাত্রার 'মণিতাল' বা 'নীল তাল' অথবা ৬ মাত্রার 'পতি তাল' অনুসরণে বহু গান রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট তাল পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন তাল সৃষ্টি করে তাতে গান বেঁধেছেন ১৮৯৬ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ভাবের ও কাব্যছন্দের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য কবি কতগুলি নতুন তাল সৃষ্টি করেছিলেন। এই তালগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতির মত কোন বিভাগে ফাঁক বা খালি নেই। এই তালগুলি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ রূপে নতুন। এই তালগুলি হল -

১) **ঝম্পক** - এই তালটি কবির মৌলিক সৃষ্টি। মাত্রা সংখ্যা - ৫ ; ৩/২ ছন্দ

১’ ২

I ধি ধি না I ধি না I

গান - এই লভিনু সঙ্গ তব।

২) **অর্ধঝাপ** - দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের রূপক তালের ছায়ায় এই তাল সৃষ্ট। মাত্রা সংখ্যা - ৫ ; ২/৩ ছন্দ

১’ ২

I ধি না I ধি ধি না I

গান - দীপ নিবে গেছে মম।

৩) **ষষ্ঠী** - দক্ষিণ ভারতীয় ৬ মাত্রা পত্তি তালের ছায়ায় এই তাল সৃষ্ট।
মাত্রা সংখ্যা - ৬ ; ২/৪ ছন্দ

১’ ২

I ধা গে I ধা গে তে টে I

গান - শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে।

৪) **রূপকড়া** - দক্ষিণ ভারতীয় ৮ মাত্রা সারতাল তালের ছায়ায় এই তাল সৃষ্ট। মাত্রা সংখ্যা - ৮ ; ৩/২/৩ ছন্দ

১’ ২ ৩

I ধি ধি না I ধি না I ধি ধি না I

গান - কেন সারাদিন ধিরে ধিরে।

৫) **নবতাল** - নয় মাত্রার তালকে তিন চার প্রকারে ভাগ করে গুরুদেব কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। এই তালের নাম দিয়েছেন নবতাল।
মাত্রা সংখ্যা - ৯ ; ৩/২/২/২ ছন্দ। এ ছাড়াও ৩/৬ ছন্দ এবং ৬/৩ ছন্দেও কবি গান রচনা করেছিলেন।

১’ ২ ৩ ৪

I ধা দেন তা I তেটে কতা I গদি ঘেনে I ধাগে তেটে I

গান - নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।

৬) **একাদশী** - দক্ষিণ ভারতীয় ১১ মাত্রার মণিতালের ছায়ায় এই তাল সৃষ্ট। মাত্রা সংখ্যা - ১১ ; ৩/২/২/৪ ছন্দ

১’ ২ ৩ ৪

I ধা দেন তা I তেটে কতা I গদি ঘেনে I ধাগে তেটে তাগে তেটে I

গান - দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া ।

৭) **নবপঞ্চতাল** - এই তালটি কবির মৌলিক সৃষ্টি। মাত্রা সংখ্যা - ১৮ ; ২/৪/৪/৪/৪ ছন্দ

১’ ২ ৩

I ধা ধা I ধাগে তেটে দেন তা I তাগে তেটে দেন তা I

৪ ৫

তেটে কতা গদি ঘেনে I ধাগে তেটে তাগে তেটে I

গান - জননী তোমার করুন চরণখানি।

উপরিলিখিত তালগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট তালগুলির মধ্যে অনেক ছন্দবৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন নবতাল ৩/২/২/২ মাত্রার তাল হলেও ‘দুয়ার মোর পথপাশে’ গানটি এক এক মাত্রার ছন্দে রচিত; ‘ব্যাকুল বকুলের ফুলে’ গানটি ৩/৬ মাত্রায় এবং ‘যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে’ গানটি ৬/৩ মাত্রা ছন্দে রচিত। একদশী তাল ৩/২/২/৪ মাত্রার ছন্দ। কিন্তু ‘কাঁপিছে দেহলতা থর থর’ গানটির ছন্দ বিভাগ ৩/৪/৪ । ষষ্ঠীতাল ২/৪ মাত্রা ছন্দের তাল। কিন্তু ‘হৃদয় আমার প্রকাশ হল’ গানটির ছন্দবিভাগ ষষ্ঠীতালের বিপরীত ৪/২ ছন্দ। আবার ১০ মাত্রার ছন্দে রচনা করেছেন ‘ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল’

গানটি। এছাড়াও ৯ মাত্রা, ৭ মাত্রা ইত্যাদি ছন্দেও কবি গান রচনা করেছেন।